

کتاب التَّقْوَىٰ وَالْمُنَقِّينَ

# তাক্বওয়া ও মুত্তাফ্বীন

সংকলন :-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

# তাক্বওয়া ও মুত্তাফ্বীন

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২২

মুদ্রিত মূল্য: ২৯০ (দুইশত নব্বই) টাকা

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি,  
ওয়াফি লাইফ, SalafiBooksbd.com, মাতৃভাষা প্রকাশ, আল

ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া)

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : আলোকিত প্রকাশনী টীম

সূচিপত্র

প্রকাশকের বাণী - - - - -	৫
অবতরণিকা - - - - -	৭
তাকুওয়ার অর্থ - - - - -	১০
তাকুওয়ার প্রকৃত্ব - - - - -	১৮
তাকুওয়া হবে গোপনে ও প্রকাশ্যে - - - - -	২৬
তাকুওয়ায় মুভাক্কীর আত্মমুগ্ধতা - - - - -	২৮
তাকুওয়ার স্তরবিন্যাস - - - - -	৩৩
তাকুওয়া শব্দের কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দাবলী - - - - -	৩৫
মুভাক্কীর কাছাকাছি কতিপয় পারিভাষিক শব্দ - - - - -	৪১
তাকুওয়ার মৌলিকতা - - - - -	৫০
তাকুওয়ার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব - - - - -	৫৬
তাকুওয়া হল হৃদয়ের জিনিস - - - - -	৯২
আমল কবুলে তাকুওয়ার প্রভাব - - - - -	৯৭
তাকুওয়া বিবিধ কর্মের হেতু - - - - -	১০২
মহানবী ﷺ ছিলেন সবার চাইতে বড় মুভাক্কী - - - - -	১০৮
মুভাক্কীদের গুণাবলী (১) - - - - -	১১৫

❁ "তাক্‌ওয়া ও মুত্তাক্বীন" ❁

মুত্তাক্বীদের গুণাবলী (২) - - - - -	১৫১
তাক্‌ওয়ার প্রতি পৌছানোর সংক্ষিপ্ত পথরাজি - - - - -	১৫৬
তাক্‌ওয়ার লক্ষণরাজি - - - - -	১৫৭
তাক্‌ওয়ার পার্থিব সুফল - - - - -	১৬৭
তাক্‌ওয়ার পারলৌকিক সুফল - - - - -	১৯৯
কীভাবে মুত্তাক্বী হবেন? - - - - -	২২০
তাক্‌ওয়ার জন্য দুআ - - - - -	২২৯

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

প্রকাশকের বাণী

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসস্বলাতু ওয়াসসালামু আ'লারসূলিল্লাহ, আশ্মাবাদ...  
তাকওয়ার গুরুত্ব যে কত ব্যাপক তা বলে বুঝানো হয়ত কঠিন,  
আল্লাহ সুবহানাহ ওয়াতাতা'লা তার কালাম মহা গ্রন্থ আল কুরআন  
দিয়েছেনই মুত্তাকীদের হেদায়েতের জন্য। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও  
আল্লাহ তাআ'লা বিধান প্রনয়ণ করে এর কারণ হিসাবে উল্লেখ  
করেছেন যেন আমরা মুত্তাকী হতে পারি, আল্লাহ তাআ'লা বলেন,  
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন  
তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা  
পরহেযগার(মুত্তাকী) হতে পার। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)

আল্লাহ তাআ'লা চান আমরা যেন মুত্তাকী তথা আত্মসংবন্ধী, পরহেজগার  
হই, প্রকাশ্য এবং গোপনে তার বিধানগুলো মেনে চলি, সর্বাবস্থায় তাকে  
ভয় করে চলি, এমন সম্প্রদায়ের মত না হই যারা প্রকাশ্যে ভালো সাজে  
অথচ গোপনে আল্লাহকে ভয় করে না, তার বিধানের তোয়াক্কা করে না,  
এমন লোকদের তিহামা(মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা  
শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসমূহও মহামহিম আল্লাহ

## অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، نبينا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  
الدين. وبعد:

বর্তমান বিশ্বে তাক্বওয়ার গুরুত্ব যে কত বিশাল তা বুঝাবার সাধ্য নেই। কিছু মানুষ ছাড়া সকল মানুষ তাক্বওয়া-হারা, সকলেই যেন দুনিয়ামুখী আখেরাত-বৈমুখ। সবাই যেন অর্থ, বাড়ি-গাড়ি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য মহা প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাস্ত। সবাই উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করতে চায়... দ্বীনের শিক্ষায় হোক বা দুনিয়াবী শিক্ষায়... উদ্দেশ্য হল একটা ভালো চাকরি পাওয়া। একটি পুরুষ ধনবতী সুন্দরী স্ত্রী চায়, একটি নারী ধনবান সুশ্রী স্বামী পেতে চায়। যেন দুনিয়াই সবকিছু, সকল প্রাপ্তির এখানেই শেষ। যেন পরকাল বলে কিছু নেই, মরণ হলেই সব শেষ। যেন কোন কিছুর হিসাব দিতে হবে না। প্রকৃত সাফল্য যেন পার্থিব জগতের সাফল্য।

অধিকাংশ মানুষের ধারণা, এ দুনিয়ায় যে বঞ্চিত সেই প্রকৃত বঞ্চিত। তাদের ধারণায় নেই যে, পার্থিব সুখ-সম্পদ ও বিলাসসামগ্রী লাভ করাই প্রকৃত সৌভাগ্যের কারণ নয়। তারা জানে না যে, প্রকৃত সুখী হল তাক্বওয়াবানেরা।

তারা জানে না যে তাক্বওয়ার গুরুত্ব কী? তাক্বওয়ার মাহাত্ম্য কী?

তারা জানে না যে, তাক্বওয়া হল বহু সমস্যার সমাধান। তাক্বওয়া হল ইসলামী সুখী পরিবার, শান্তিময় সমাজ গড়ার মূল বুনியাদ।

### দুই: ইবাদত ও আনুগত্য

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরান ১০২)

‘যথার্থভাবে ভয় কর’ অর্থাৎ, যথার্থভাবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য কর।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه বলেছেন,

هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.

‘তা হল, আল্লাহর বাধ্য থাকা এবং তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁকে স্মরণ করা এবং তাকে বিস্মৃত না হওয়া, তাঁর কৃতজ্ঞতা করা এবং কৃতঘ্নতা না করা।’ (ইবনে কাসীর)

### তিন: হৃদয়কে পাপশূন্য রাখা

বাস্তবে এ অর্থেই আছে তাক্বওয়ার প্রকৃত্ত্ব। লক্ষ্য করুন মহান আল্লাহর বাণী,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারাই হল কৃতকার্য।” (নূর ১৫২)

## তাক্বওয়ার প্রকৃতত্ব

তাক্বওয়া সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর মাহাত্ম্যপূর্ণ অসিয়ত। যাতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে তাঁর অধিকার এবং তাঁর বান্দার অধিকার।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন যথার্থভাবে তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করি। প্রকৃতপক্ষে তাক্বওয়ার সঠিকার্থে যেন আমরা তাঁকে ভয় ক’রে চলি।

তাক্বওয়ার প্রকৃতত্ব হল, বান্দার নিজের মাঝে এবং যাকে সে ভয় করে তার মাঝে এমন বাঁচোয়া রাখা, যা তাকে বাঁচায় ও রক্ষা করে।

বান্দা নিশ্চয় নিজ প্রতিপালককে ভয় করে। তবে ভয় ক’রে সে তাঁর দিকেই ফিরে আসে। যেমন শিশুকে মা শান্তি দিলেও কেঁদে ছুটে মায়ের কোলেই নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঘকে ভয় করলে তা দেখে প্রাণ রক্ষার তাক্বীদে তার বিপরীত দিকে ছুটে পলায়ন করা হয়। কিন্তু আল্লাহকে ভয় করলে তাঁর দিকেই প্রাণ রক্ষার জন্য ফিরে যেতে হয়।

বান্দার প্রতিপালককে ভয় করার মানে হল, তাঁর অসন্তোষ, ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করা। তার জন্য এমন বাঁচোয়া ব্যবহার করা, যা তাকে সে সব থেকে বাঁচাবে ও রক্ষা করবে। আর সে বাঁচোয়া হল, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করা, তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকা।

লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ কখনও নিজেকে ভয় করতে বলেছেন।

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা



## তাক্বওয়ার স্তরবিন্যাস

তাক্বওয়ার তিনটি স্তরে বিন্যাস।

**প্রথম স্তর :** চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাবকে ভয় করে তাক্বওয়া।

আর সেটা হয় কুফরী থেকে দূরে থেকে ঈমান ও তাওহীদ বহাল রাখার মাধ্যমে। তাওহীদের কালেমাকে কালিমালিপ্ত না ক’রে ঈমান রক্ষা করার মাধ্যমে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

“তাদেরকে (মু’মিনদেরকে) তাক্বওয়ার বাক্যে স্বেচ্ছা করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।” (সাত্তহঃ ২৬)

আয়াতে তাক্বওয়ার বাক্য হল তাওহীদের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।

দ্বিতীয় স্তর : প্রত্যেক সেই কাজ থেকে দূরে থাকা, যাতে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার আছে।

অনেকে বলেছেন, সাগীরা গোনাহ বা লঘুপাপ, উপপাপ ও ক্ষুদ্রপাপ থেকেও বেঁচে থাকা।

আর এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে নিন্মের আয়াতে,

করব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।” (মাকারাহঃ ৪০)

৭। হাইবাহ (هَيْبَة)

এ শব্দের অর্থ, শ্রদ্ধা ও তা’যীম-মিশ্রিত ভয়।

এ শব্দটি কুরআন করীমে আসেনি।

### মুত্তাক্বীর কাছাকাছি কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

**আল্লাহর আলী, আওলিয়া**

এ কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে, যারা মুত্তাক্বীন, তারাই আওলিয়া।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا  
وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিয়গ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন ক’রে থাকে।” (ইউনুসঃ ৬২-৬৩)

**স্বালেহ, স্বালেহীন (নেক বা সৎলোক)**

স্বালেহ মানে সৎলোক, সৎকর্মপরায়ণ বা সৎশীল। মুত্তাক্বীরও স্বালেহীন; যারা স্বালেহ বা নেক আমল ক’রে আল্লাহর সাথে তাদের

### তাকুওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ

তাকুওয়ার গুরুত্ব আছে বলেই তার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ এসেছে কুরআনে। আর নিষেধ এসেছে তার পরিপন্থী বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

“সং কাজ ও তাকুওয়া (আত্মসংযমে) তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমানাঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।” (মাদিয়াহঃ ২)

### তাকুওয়া ইসনামের মৌলিক বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى  
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন,

## ❁ “তাকওয়া ও মুতাক্বীল” ❁

“যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা কিংবা তিনটি বোন, অথবা দুটি কন্যা কিংবা দুটি বোন থাকবে, অতঃপর সে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের প্রতি সদ্যবহার করবে, সেই ব্যক্তিই জামাতে প্রবেশ করবে।” (আহমাদ ১১৩৮-৯, সিলসিলাতুহ সহীহাহ ২২৪ নং)

তিনি আরো বলেছেন,

﴿حَمْسٌ مِّنْ اتَّقَى اللَّهَ بَيْنَ مُسْتَيْقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَيَّقَنَ بِالْمَوْتِ وَالْبَغْتِ وَالْحِسَابِ﴾.

“পাঁচটি কর্ম এমন আছে, যে ব্যক্তি দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে তার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করবে, সে ব্যক্তি জামাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও রসূল, আর মৃত্যু সম্বন্ধে, পুনরুত্থান সম্বন্ধে এবং হিসাব সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী হবে।” (আহমাদ ২৩১০০নং)

**তাকওয়া হল কিয়ামতে ধুংস ও আযাব থেকে বাচার অন্যতম কারণ**

কিয়ামতের দিন মুতাক্বীরা পরিপূর্ণ নিরাপদে থাকবে, তাদেরকে কোন প্রকার অমঙ্গল স্পর্শ করবে না। তারা যে পর্যন্ত না শান্তিনিকেতন জামাতে পৌঁছে যাবে, সে পর্যন্ত কোন অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন তারা হবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَاقَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الزمر: ১৬)

“আল্লাহ মুতাক্বীদেরকে তাদের সাফল্য-সহ উদ্ধার করবেন; অমঙ্গল

## মহানবী ﷺ ছিলেন সবার চাইতে বড় মুভাক্কী

যেহেতু তাকুওয়ার মান ও গুরুত্ব এত বেশি এবং তারই ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয়, সেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন সবার চাইতে বড় মুভাক্কী। আর এ কথা তিনি নিজের মুখে বলেছেন।

না, আত্মপ্রশংসার জন্য নয়; বরং মানুষের মনে সংশয় দূরীভূত করার জন্য।

আনাস রা. বলেন, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর জ্বীদের বাসায় এলেন।

তারা তাঁদেরকে নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে তার সংবাদ দেওয়া হল, তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, ‘আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)’। সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।’ দ্বিতীয়জন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।’ তৃতীয়জন বললেন, ‘আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বীদের নিকট সে সব কথা শুনে তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

(أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفِطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأُزْفِدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي).

‘তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের

## মুত্তাকীলের গুণাবলী (১)

মুত্তাকী হল প্রকৃত ঈমানদার, খাটি ঈমানদার, অকৃত্রিম আল্লাহভীরু, যে ভয় করে আল্লাহকে, তাঁর আখ্যাচরণকে, তাঁর ক্রোধ, আযাব ও জাহান্নামকে।

তার প্রকৃতার্থে ঈন ও সংচরিত্রের সকল বিষয়ই এসে যায়। তবুও বিশেষভাবে মুত্তাকীলের গুণ হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তার অনেকাংশ আমরা সাধামতো আলোচনা করব ইন শাআল্লাহ।

### ১। গায়বী ঈমান

গায়বী ঈমান মানে অদৃশ্য, অদেখা বা অনুপস্থিত কোন বিষয়ে বিশ্বাস। দেখা জিনিসকে বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয় না। কোন জিনিসকে দেখলে তার সম্বন্ধে চাক্ষু্য প্রত্যয় ও সুনিশ্চিত ধারণা জন্মে। কিন্তু বহু বিষয় আছে, যা না দেখেই বিশ্বাস করতে হয়। আর তা হয় সুনিশ্চিত সন্দেহহীন বিশ্বাস। আর তা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথায় ঈমান রেখে।

আল্লাহকে মানুষ না দেখেই বিশ্বাস করে। অনুরূপ ফিরিশতা-জগৎ, জিন-জগৎ, কবরের আযাব, কিয়ামত, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি না দেখেও মু’মিনরা বিশ্বাস করে। সুতরাং এ গুণ মুত্তাকীনের হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমের ভূমিকার পরে তার প্রারম্ভেই বলেছেন,

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

[إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (١٤) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢٤) كَلُّوا  
وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٤) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
(٤٤)]

“আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও বরনাসমূহে। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের  
প্রাচুর্যের মধ্যে। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে  
পানাহার কর। এভাবে আমি সংকর্মপরাযগদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।”

(দুরসলাতঃ ৪১-৪৪)

[إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٣) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٢٣) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣)  
وَكَأْسًا دِهَاقًا (٤٣) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (٥٣) جَزَاءً مِنْ  
رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا]

“নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; উদ্যানসমূহ ও  
নানাবিধ আপুর। এবং উদ্ভিদ-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। এবং পরিপূর্ণ  
পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা কথা। (এ হবে  
তাদের জন্য) তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিদান, যথেষ্ট  
অনুদান।” (নাবঃ ৩১-৩৬)

### পবিত্র স্ত্রী ও মহান আল্লাহর চিরসন্তুষ্টি

[زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، قُلْ أُوْتَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ  
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ] (আল عمران :  
৫১-৬১)

## ১২। মুতাক্বীগণের জীবনী পড়ুন

পাকাপোক্ত মুতাক্বী হতে এবং তাক্বওয়ার পথে কষ্টে সান্ত্বনা পেতে মুতাক্বীদের জীবনী পড়ুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ, তাবেদীন ও ইমাম তথা সলফগণের জীবনী অধ্যয়ন করুন।

আল্লাহ আপনাকে তওফীক দিন।

### তাক্বওয়ার জন্য দুআ

মু'মিনগণ জানেন যে, মহান আল্লাহর তওফীক ও সাহাযা ছাড়া সংকর্ম করা ও অসংকর্ম ছাড়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের এখতিয়ার আছে, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহাযা চাই। তাই তো তাঁরা সব কিছু তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। তাক্বওয়া একটি বিশাল জিনিস, নিজেদের চেষ্টার সাথে সেটিও তাঁরা তাঁর কাছেই প্রার্থনা করেন।

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ যখন সফরে বেরিয়ে উঠের পিঠে স্থির হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাছ আকবার' পড়ে এই দুআ পড়তেন,

( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ..... )

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! নিশ্চয়